

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49698 - নামায নষ্ট করলে সিয়াম কবুল হয় না

প্রশ্ন

নামায না পড়ে সিয়াম পালন করা কি জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

বনোমাযীরযাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি কোনোটো আমলই কবুল হয়না।

ইমাম বুখারী (৫২০) বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

(مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

“যে ব্যক্তি আসররে নামায ত্যাগ করে তার আমল নশিফল হয়ে যায়।”

“তারআমল নশিফল হয়ে যায়”এর অর্থ হল: তা বাতলি হয়ে যায় এবং তা তার কোনোটো কাজে আসবে না। এ হাদিসি প্রমাণ করে যে, বনোমাযীর কোনোটোআমল আল্লাহ কবুল করেন না এবং বনোমাযী তারআমল দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হবেনা। তার কোনোটোআমল আল্লাহর কাছে উত্তোলন করা হবে না।

ইবনুল কায়্যিমি তাঁর ‘আস-স্বালাত’ (পৃ-৬৫) নামক গ্রন্থে এ হাদিসির মর্মার্থ আলোচনা করতে গিয়েছেন –“এ হাদিসি থেকে বোঝা যায় যে, নামায ত্যাগ করা দুই প্রকার:

(১) পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করা।কোন নামাযই না-পড়া। এ ব্যক্তির সমস্তআমলবফিলে যাবে।

(২) বশিষে কোন দনি বশিষে কোন নামায ত্যাগ করা। এক্ষেত্রে তার বশিষে দনিরেআমল বফিলে যাবে। অর্থাৎ

সার্বকিভাবেসোলাত ত্যাগ করলে তার সার্বকি আমল বফিলে যাবে।আর বশিষে নামায ত্যাগ করলে বশিষে আমল বফিলে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যাবে।” সমাপ্ত।

“ফাতাওয়াস সিয়াম” (পৃ-৮৭) গ্রন্থে এসেছে শাইখ ইবনু উইয়্যাহ ইমীনকে বনোমায়ীর রোজা রাখার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলো তিনি উত্তরে বলেন: বনোমায়ীররোজা শুদ্ধ নয় এবং তা কবুলযোগ্য নয়। কারণ নামায ত্যাগকারী কাফরে, মুরতাদ। এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে-

আল্লাহ তাআলার বাণী:

[فَأَنتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخُوَانُكُمُ الْيَهُودُ (9 التوبة : 11)]

“আর যদি তারা তওবা করে,সালাত কায়মে করে ও যাকাত দিয়ে তবো তারা তোমাদের দ্বীনভাই।”[৯ সূরা আত তওবা:১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী:

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم (82)

“কোন ব্যক্তির মাঝে এবং শরিক ও কুফররে মাঝসেংযোগ হচ্ছেসালাত বর্জন।”[সহিহ মুসলিম(৮২)]

এবং রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী -

الْعَهْدُ الذِّبِّيْنَا وَبَيْنَهُمَا الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه الترمذي (2621) . صحيحها لألباني في صحيح الترمذي)

“আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলনোমাযের। সুতরাং যো ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফর করল।”[জামে তরিমযী (২৬২১), আলবানী ‘সহীহ আত-তরিমযী’গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলে চহ্নিতি করছেন]

এই মতরে পক্ষে সাহাবায়েরোমরে ‘ইজমা’সংঘটিতি না হলেও সর্বস্তরের সাহাবীগণ এই অভিমত পোষণ করতেন।

প্রসিদ্ধ তাবয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বকি রাহিমাহুমুল্লাহ বলছেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফর মনে করতেন না।”

পূর্ববোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখে; কনিতুনামায না পড়ে তবো তার রোজা প্রত্যাখ্যাত, গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা কয়ামতের দিন আল্লাহর কাছকোনে উপকারে আসবো। আমরা এমন ব্যক্তিকে বলবো:আগে নামায

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ধরুন, তারপর রোজা রাখুন। আপন যদি নিমায় না পড়েন, কিন্তু রোজা রাখেন তবে আপনার রোজা প্রত্যাখ্যাত হবে; কারণ কাফরেরে কোন ইবাদত কবুল হয়না।” সমাপ্ত।

আল-লাজনাহ আদদায়মি (ফতোয়া বসিয়ক স্থায়ী কমিটি)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল(১০/১৪০): যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রমজান মাসে রোজা পালন ও নামায আদায় সচেষ্ট হয় আর রমজান শেষে হওয়ার সাথে সাথেই নামায ত্যাগ করে, তবে তার সিয়াম কি কবুল হবে?

এর উত্তরে বলা হয়- “নামায ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। সাক্ষ্যদ্বয়ের পর ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরজে আইন। যে ব্যক্তি এর ফরজিয়তকে অস্বীকার করবে বা অবহেলা বা অলসতা করে তা ত্যাগ করল সে কাফরে হয়ে গেল। আর যারা শুধু রমজান নামায আদায় করে ও রোজা পালন করে তবে তা হলো আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি। কতইনা নকিষ্ট সেসব লোক যারা রমজান মাস ছাড়া আল্লাহকে চেনেনো! রমজান ব্যতীত অন্য মাসগুলোর নামায ত্যাগ করায় তাদের সিয়াম শুদ্ধ হবেনা। বরং আলমেদরে বশিদ্ধ মতানুযায়ী নামাযের ফরজিয়তকে অস্বীকার না-করলেও তারা বড় কুফরে লিপ্ত কাফরে।” সমাপ্ত